بسم الله الرحمن الرحيم

তাওহীদের রুকনসমূহ

সমস্ত প্রশংশা সেই মহান আল্লাহ তা' আলার যাঁর অপার অনুগ্রহে সমস্ত সৎকর্ম পূর্ণতা লাভ করে থাকে। হে আল্লাহ! আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু রয়েছে আপনি তাঁর নূর। প্রশংসা মাত্রই আপনার জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, এসব কিছুকে সুদৃঢ় ও কায়িম রাখার একমাত্র মালিক আপনিই।

সলাত ও সালাম বর্ষিত হক নবীগনের সায়্যিদ, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা), তাঁর পরিবার-পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর।

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে"। (সূরা নাহল ১৬ঃ ৩৬)

আজকের আলোচ্য বিষয়, "রুকন কি? তাওহীদের রুকন কয়টি এবং কি কি?

"রুকন" হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু ঐ জিনিসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না। রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও সলাতের মতোই রুকন আছে। সলাত যেমন তার রুকন- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সিজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোন ব্যক্তি যদি সলাতের কোন রুকন বাদ দেয় তাহলে তার সলাত যেমনভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোন ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোন একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী (মুওয়াহহিদ) ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا الله তার কোন কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফিরে পরিণত হয়ে যাবে।

তাওহীদের রুকন দু'টি। যথাঃ-

১। কুফর বিত তাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা।

২। ঈমান বিল্লাহ বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থঃ "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু আকড়ে ধরলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। (সূরা বাকারাহঃ ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতে فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ হচ্ছে প্রথম রুকন, وَيُؤْمِنْ بِاللهِ হচ্ছে দ্বিতীয় রুকন এবং بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى শক্ত রজ্জু বলতে কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا الله কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলতঃ তাওহীদের কালেমা। তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে এই দ্বীনের মূল ভিত্তি ও এর প্রধান মৌলনীতি, এ দিকেই সমস্ত নবী-রাসূলরা আহ্বান করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

" আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" (সূর নাহলঃ ৩৬)

নিচে তাওহীদের রুকনগুলো নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

(১) কুফর বিত তাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করাঃ

এখন "ত্বাগুত" কে তা না চিনলে তাগুতকে কিভাবে অস্বীকার করবো আমরা। তাই তাগুত কি? বা তাগুত কে তা আমাদের জানতে হবে।

" ত্বাগুত" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সীমালংঘন কারী, আল্লাহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী। ত্বাগুত শব্দটি আরবী ' তুগইয়ান' শব্দ থেকে উৎসারিত, যার অর্থ সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা, স্বেচ্ছাচারিতা। ত্বাগুত শব্দের ক্রিয়ামূল ' ত্বগা' ।

শরীয়তের পরিভাষায়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ত্বাগুত যে, আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমালংঘন করেছে, আর আল্লাহর কোনো হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছি, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

সুস্পষ্ট ভাবে ত্বাগুত এর অর্থ হচ্ছে, কোন মাখলুক (সৃষ্টি) নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়কে (আল্লাহর স্থলে) নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করাঃ-

১। আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলীর যে কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান অথবা শরীয়ত (বিধান) রচনা।

২। আল্লাহ তায়ালার কোন সিফাত বা গুন কে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন ইলমে গায়েব জানা।

৩। যে কোন ইবাদত নিজের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করাকে পছন্দ করা বা রাজি থাকা। যেমন দোয়া, মানত, নৈকট্য লাভের জন্য পশু জবাই অথবা বিচার ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদি।

ইমাম আত্ তাবারী (রহি) বলেন, " আল্লাহর দেওয়া সীমালংঘনকারী মাত্রই তাগুত বলে চিহ্নিত, যার অধীনস্থ ব্যক্তিরা চাপের মুখে তার ইবাদত করে বা তাকে তোষামোদ করার জন্য বা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার ইবাদত করে। এ (তাগুত) উপাস্যটি মানুষ কিংবা শয়তান বা মূর্তি অথবা অন্য যেকোন বস্তু হতে পারে"।

(কিতাবুল আক্বাঈদ পৃঃ৫৪, তাফসীরে তাবারী, ইফাবা/৫ম খন্ড, ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর)

আল্লামা ড: মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হেলালী ও আল্লামা ড: মুহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক অনুদিত কুরআন মাজীদের ইংরেজী অনুবাদের সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে উল্লেখিত ত্বাগুত শব্দের ব্যাখায় বলা হয়েছে-

" ত্বাগুত" শব্দটি বিস্তৃত অর্থ বোঝায়। এটার অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয়"। যেমন সকল মিথ্যা উপাস্য; এটা শয়তান, মৃত ব্যক্তির আত্মা, মূর্তি, পাথর, সূর্য, তারকা, অথবা কোন মানুষও হতে পারে। (কিতাবুল আক্বাঈদ পৃঃ ৫৪, The Noble Quran English translation,P:58)

ইবন আল কাইয়্যুম বলেছেন, " তাগুত হল সীমালঙ্ঘনকারী। যদিও কিনা সে ইবাদত করে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। তাই সমাজের মধ্যে তাগুত সেই ব্যক্তি যাকে সমাজের লোকেরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) পাশে বিচারক হিসেবে স্থান দেয়, অথবা আল্লাহ ব্যতীত তার ইবাদত করে অথবা আল্লাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করে তার অনুসরণ করে অথবা জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার আনুগত্য করে"। (কিতাবুল আক্বাঈদ পৃঃ৫৫, ই' লাম আল-মুওয়াক্বী' য়ীন-প্রথম খন্ড-৫০পৃঃ)

ইমাম মালেক (রহঃ) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ " এমন প্রত্যেক জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়।" (কিতাবুল আক্বাঈদ পৃঃ৫৪, ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শাওক্বানী)

অর্থাৎ, " আল্লাহর আনুগত্যের সীমা লংঘন করে, যে নিজে অন্য মাখলুকের আনুগত্য গ্রহণ করে তাকে বলা হয় ত্বাগুত"।

ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহি) বলেন, তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরণের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছেঃ

১। শয়তানঃ গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান।

মহান আল্লাহ বলেন, "হে বনী আদম, আমি কি তোমাদের (এ মর্মে) নির্দেশ দেইনি, তোমরা শয়তানের গোলামী করো না, কেননা সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন"। (সূরা ইয়াসিনঃ৬০)

২। শাসকঃ আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক।

মহান আল্লাহ বলেন, " এদের কি এমন কোনো শরীক আছে, যারা এদের জন্যে এমন কোনো জীবনবিধান প্রণয়ন করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দান করেননি"। (সূরা শূরাঃ২১)

৩। বিচারকঃ আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফয়সালা করে।

মহান আল্লাহ বলেন, " যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই (হচ্ছ) কাফের"। (সূরা মায়েদাঃ ৪৪)

৪। গনক, জ্যোতিশিঃ আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি এলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে।

মহান আল্লাহ বলেন, "গায়বের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সেই (অদৃশ্য) খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই, জলে স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন, (গাছের) একটি পাতা (কোথাও) ঝরে না, যার (খবর) তিনি জানেন না"। (সূরা আনয়ামঃ৫৯)

৫। পীর-ফকীর, দরবেশ, প্রবৃত্তি, বাপদাদার অন্ধ অনুসরণঃ আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, " (হে নবী,) তুমি কি সে ব্যক্তির (অবস্থা) দেখোনি যে তার কামনা বাসনাকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার (মতো ব্যক্তির) ওপর অভিভাবক হতে পারো? তুমি কি সত্যিই মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক (তোমার কথা) শুনে কিংবা (এর মর্ম) বুঝে, (আসলে) ওরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (আরো) বেশি বিভ্রান্ত"। (সূরা ফোরকানঃ ৪৩-৪৪)

তাই ' কুফর বিত ত্বগুত' তথা ত্বগুতকে বর্জন করতে হবে। ত্বগুতকে অস্বীকার ও বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন। ত্বগুতকে পাঁচভাবে অস্বীকার করতে হবে-

১। তাগুতের ইবাদত বাতিল এ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমেঃ মানুষ যত ধরনের ইবাদতই তাগুতের জন্য নিবেদন করুক তা সবই বাতিল এ আক্বীদা বা বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "আর এটা এজন্য যে,   নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে,   অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমচ্চু, সুমহান"। (সূরা হজ্জঃ ৬২)

২। ত্বাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমেঃ এর অর্থ হচ্ছে তাগুতের ইবাদত পরিত্যাগ করা, পরিহার করা। মহান আল্লাহ বলেন,   "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে,   তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো"।   (সূরা নাহলঃ ৩৬)

' তাগুতকে বর্জন করো'   বলতে সকল ধরনের তাগুতকে বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। তাগুতের ইবাদত বর্জন করতে হবে। তাগুতকে মানা বর্জন করতে হবে। কুরআন সুন্নাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী যারা শাসন পরিচালনা করে ও বিচার ফয়সালা করে তাদেরকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলের বিপরীত আইন, শাসন ও বিধানকে বর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

" তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে,   তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে। তারা শাসন ও বিচারের জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায়।" (সূরা নিসাঃ ৬০)

তাই ' তাগুতকে বর্জন করো'   বলতে সকল দিক থেকে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান ছাড়া আর কারো বিধান মানা যাবে না। আল্লাহ ও তার রাসূল ছাড়া অন্য যার বিধান ও ফায়সালাই মানা হবে সে হচ্ছে তাগুত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ " এ কারণে যে কিনা বিচার করে কোরআনের হুকুম ছাড়া তারা তাগুত।"

(কিতাবুল আক্বাঈদ পৃঃ৫৫, মাজমু' আল ফাতাওয়া - ২৮ খন্ড, পৃঃ২০১)

৩। দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমেঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ) এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"ইবরাহীম বললোঃ তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা যে সব জিনিসের ইবাদত করে আসতেছো সেগুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছো? এরা সবাই আমার দুশমন একমাত্র রাব্বুল আলামীন ছাড়া।" (সূরা আশ শুয়ারাঃ ৭৫-৭৭)

৪। ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমেঃ মহান আল্লাহ বলেন, " তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগনের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমাদের

সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা।" (সূরা মুমতাহিনাঃ ৪)

সুতরাং তাগুতকে অস্বীকারের দাবী হচ্ছে তাগুত এবং যে ব্যক্তি তার ইবাদত করে কাফেরে পরিণত হয়েছে উভয়কেই পরিত্যাগ করতে হবে এবং উভয়ের সাথে ঈমানদারদের থাকবে দুশমনি, ঘৃণা-বিদ্বেষ।

৫। অস্বীকার করার মাধ্যমেঃ ত্বাগুতকে অস্বীকার করা। তাগুতের যারা উপাসনা করে এবং নেতৃত্বের আসনে বসায় তাদেরকে অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি কুফরী মতবাদের প্রবর্তন করে অথবা কুফরীর দিকে আহবান জানায় তাকে অস্বীকার করা।

ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে এই দ্বীনের মূলভিত্তি। সুতরাং তাগুতকে বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন।

এই বিশ্বাসের অবর্তমানে কোন দাওয়া, জিহাদ, সালাত, সওম, যাকাত বা হজ্জ কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তিকেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো যাবে না যদি না সে এই ভিত্তির প্রতি ঈমান না এনে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

" যারা ত্বাগুতের ইবাদত হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমূখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।" (সূরা যুমারঃ ১৭)

(২) তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন ' ঈমান বিল্লাহ’,

তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং তাঁর যাবতীয় নাম ও গুনাবলী (আসমা ও সিফাত) এর ক্ষেত্রে একত্বকে স্বীকার করে নেয়া এবং এমন সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্বকে মেনে নেয়া যা একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক দ্বীন বোঝার এবং তরা ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন আমীন।

-উম্মে আয়েশা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ